[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

দুইজনের জেল জরিমানা

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে হান্নান (৪৭) এবং একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মরজেম হোসেন (২৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্তদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা মোতাবেক দুইজনের ৫ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ড প্রদান শেষে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মাঠে জুয়া খেলা চলছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে সশরীরে ছোট দুধপাতিলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জুয়াড়িরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশ তাদের পেছন অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেলেও ঐ মাঠ থেকেই মাদক সেবনরত অবস্থায় দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছোট দুধ পাতিলা গ্রামের হান্নান এবং মরজেম হোসেন উভয়কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের অপরাধে যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাজাঁ সেবনের অপরাধে আবির হোসেন নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল রবিবার রাতে শহরের ঘাট পাড়ায় জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করে। আটক আবির হোসেন ঘাট পাড়ার আশাদুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঘাটপাড়ায় আবির হোসেনের বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা সেবন অবস্থায় তাকে আটক করে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে আবিরকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো: হাবিবুর রহমান। অভিযানে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই মতিয়ার রহমানসহ জেলা আনসার ভিডিপির সদস্যরা অংশ নেয়।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক

অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা

জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ২৩

পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল গাংনী পৌরসভার বসুন্ধরাপাড়া মোঃ ইদ্রিস আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন অবস্থায় ২৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

এরা হলেন, -চেংগাড়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মোঃ সামছুল আরেফিন মন্ডলের ছেলে মোঃ ফয়সাল হোসেন(২৭) ও একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলাম মন্ডলের ছেলে মোঃ আরিফ ইসলাম(২৫)। সিপিসি-মেহেরপুর কমান্ডার, র্যাব-১২ এর
সহকারী পুলিশ সুপার
মোঃ মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে গতকাল বুধবার
(২৬ জুলাই) দিবাগত রাতে র্যাবের একটি টিম
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা শহরের
বসুন্ধরাপাড়ার মোঃ ইদ্রিস আলীর বাড়িতে
অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছে ২৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, দুই টি মোবাইল ফোনসহ মাদক সেবনের বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়।
এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।



গাংনীতে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ছাত্রী ও মায়ের সাথে অভিমানে যুবকের ঘুমের বড়ি সেবন

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কলেজ ছাত্রী ও মায়ের সাথে অভিমান করে যুবক ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তারা হলেন, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের কলিম উদ্দীনের মেয়ে লিমা খাতুন (১৮) ও একই উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে রবিন (২০)।

লিমা খাতুন সকালের দিকে ও রবিন দুপুরের দিকে ঘুমের বড়ি খান। তাদের দুজনকেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে লিমা খাতুনের বান্ধবী বলেন, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে লিমা খাতুন ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা চালায়। মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এদিকে রবিন তার মায়ের সাথে গতরাতে ভাত খাওয়াকে কেন্দ্র করে অভিমান করে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এলার্জির বড়ি সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ আহম্মেদ বলেন, তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে মাদক সেবকের ২ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় মাদক সেবনের অভিযোগে সাগর খাঁন নামের এক ব্যক্তিকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) বেলা ২ টার দিকে বামনপাড়া মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ কারাদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত সারগর খাঁন সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার জহির খানের ছেলে।

এর আগে সকালের দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের সময় সাগর খাঁনকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করেন।

সাগর খাঁন মাদক সেবনের দোষ স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(খ) ধারায় তাকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।